# তাকওয়া

## মুমিনের সম্বল

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী رحمه الله

ইমাম গাজালী رحمه الله

Scanned with CamScanner

# তাকওয়া: মুমিনের সম্বল

## মূল

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী ﵀

ইমাম গাযালী ﵀

## অনুবাদ

আশিক আরমান নিলয়

## সম্পাদক

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

জাকারিয়া মাসুদ

Scanned with CamScanner

# সূচিপত্র


ভূমিকা ৭

১ তাকওয়া : শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ৯

২ কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যে তাকওয়ার মাহাত্ম্য ১৫

৩ তাকওয়া অর্জনে সালাফদের তাগিদ ২৬

৪ মুত্তাকিদের গুণাবলি ২৯

৫ পাথেয় লাভের পথ ৩০

৬ তাকওয়ার উপকারিতা ৪৫


Scanned with CamScanner

# ভূমিকা

নিজের ও পরিবারের জন্য মুমিনের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগটি হলো তাকওয়া। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এটি সর্বোত্তম পাথেয়। এরই দিকে আহ্বান করে কুরআন বলে,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

"আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা।"[১]

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তাকওয়া এক অবারিত সম্পদ, অমূল্য গুণ, সম্মানিত বস্তু, মহাসাফল্য এবং উভয় জগতের কল্যাণের আধার। এর সাথে জড়িত অনবদ্য ফজিলত এবং অগণিত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটু ভাবুন। আল্লাহ তাআলার এই বাণীই হয়তো পুরো বিষয়টির সারমর্ম হিসেবে যথেষ্ট:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"আর আল্লাহ তাকওয়াবান ব্যক্তিদের বন্ধু।"[২]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

"তাকওয়াবানদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।"[৩]

---

[১] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৯৭

[২] সূরা আল-জাসিয়া : ১৯

[৩] সূরা তাওবা : ৪

Scanned with CamScanner

মুত্তাকিগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধু। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সফলতা এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। দয়াময় রবের সান্নিধ্যে তারা অনন্তকাল জান্নাতে বসবাস করবে।

হ্যাঁ, এটিই তাকওয়া অর্জনকারীদের মর্যাদা। প্রতিটি বিচক্ষণ ব্যক্তিই এরূপ সম্মানের প্রত্যাশী। বোকা ছাড়া আর কারও পক্ষেই এ সুযোগ হেলায় হারানো সম্ভব নয়। সাবধান! নির্বোধদের দলে গিয়ে ভিড়বেন না যেন। না হলে কিন্তু এমন এক মহাদিবসে আফসোস করতে হবে, যেদিন দুঃখ-অনুশোচনার কোনো মূল্য থাকবে না।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তাঁর পূণ্যবান নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁর দয়ার বাহনে চড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, আর করুণা করে সর্বোত্তম পরিণতি দান করেন। আমীন।

আল্লাহ তাআলার কাছেই প্রতিদানের আশা রাখি। তাঁর প্রতিই আস্থাজ্ঞাপন করি, আশ্রয়ও চাই তাঁরই কাছে।

আবু মারইয়াম

ইংরেজি অনুবাদ-সংকলক

Scanned with CamScanner

১

# তাকওয়া: শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

## শাব্দিক অর্থ:

ফিরোজাবাদি ﵀ বলেন," 'تقوى' (তাকওয়া) ক্রিয়াপদটির তিন বর্ণের মূল ধাতুর অর্থ হলো নিজেকে পাপাচার হতে রক্ষা করা, নিষিদ্ধ কাজ হতে সুরক্ষিত রাখা।"[১]

শাইখ মুহাম্মাদ তানতাবি ﵀-এর মতে," 'متق' মুত্তাকির বহুবচন 'متقون' মুত্তাকূন। ক্রিয়াপদ 'اتقى' ইত্তাকা (সে নিরাপত্তা লাভ করল) থেকে এসেছে ক্রিয়া-বিশেষ্য মুত্তাকি। ইত্তাকা এসেছে ক্রিয়ামূল 'وق' ওয়াকা থেকে, যার অর্থ 'ক্ষতিকর জিনিস থেকে সে নিজেকে রক্ষা করল।'"[২] .

## পারিভাষিক (শারঈ) অর্থ:

আলি ﵁ বলেন, "তাকওয়া মানে (এই চারটি গুণের সমন্বয়)—সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, ওহির আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিচার-দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ।"[৩]

আবুদ দারদা ﵁ বলেছেন, "পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো আল্লাহকে এই পরিমাণ ভয়

---

[১] আল্লামা ফিরোজাবাদি; বাসাইরু যাওয়িত তামীয, ২/১১৫

[২] মুহাম্মাদ সায়্যিদ তানতাবি; তাফসীরুল ওয়াসীত, ১/৪০। সূরা বাকারা ২:১-৫ এর ব্যাখ্যায়।

[৩] সালিহ শামী; সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১/৪২১।

Scanned with CamScanner

করা যে, সরিষা দানা পরিমাণ গুনাহ থেকে তো বাঁচবেই, সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে। এ কথারই নিগূঢ় অর্থমর্ম ওঠে এসেছে (কুরআনের) এই আয়াত দুটিতে :

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

"অতএব, যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখবে।"[১], [২]

তাই অবহেলা করে কোনো নেক আমলই ছেড়ে দিয়ো না। আবার কোনো বদ আমলকেই ছোট ভেবে তাতে জড়িয়ে পড়ো না।"

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, "তাকওয়াবান ব্যক্তি বলতে সেসব মুমিনদেরকে বোঝায়, যারা শিরক থেকে নিজেদের বিরত রাখে।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সঠিক পথের নির্দেশনা অনুসরণ করতে কোনো ভুল হয়ে যায় কি না, এ নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকে। আবার আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর দয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী থাকে।"[৩]

শাকীক ইবনু সালামাহ রহ. বর্ণনা করেন, মুআয ইবনু জাবাল ﵁ বলেন, "বিচার-দিবসে ঘোষণা করা হবে, 'তাকওয়াবান ব্যক্তিরা কোথায়?' রহমানের আরশের ছায়া থেকে তারা উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাদের কাছে অদেখা থাকবেন না।" (শাকীক রহ. বলেন,) আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকওয়াবান কারা? তিনি উত্তর দিলেন, "যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে এবং দ্বীনকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করে নেয়।"[৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝١٠٢

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবেই ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা (পরিপূর্ণ) মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ

---

[১] সূরা যিলযাল ৯৯ : ৭-৮

[২] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক; কিতাবুয যুহদ, ২/১৯। নুআইম ইবনু হাম্মাদের যোগকৃত অতিরিক্ত অংশে বর্ণনাটি রয়েছে।

[৩] তাফসীরু ইবনি কাসীর (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ১/৭৪। সূরা বাকারা ২:২ এর ব্যাখ্যায়।

[৪] প্রাগুক্ত। ইবনু আবি হাতিমের উদ্ধৃতিতে।

Scanned with CamScanner

কোরো না"[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, "এর অর্থ তাঁকে মান্য করা, তাঁর অবাধ্যতা না করা, তাঁকে স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।"[২]

আবু হুরায়রা ﵁-কে তাকওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি কখনো কাঁটাভরা পথে হেঁটেছেন?" লোকটি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল। আবু হুরায়রা ﵁ জানতে চাইলেন যে, কীভাবে হেঁটেছেন। লোকটি বলল, "কাঁটা চোখে পড়লে সতর্ক হয়ে গেছি, যাতে কাঁটার ওপর পা না পড়ে যায়।" আবু হুরায়রা ﵁ বললেন, "তাকওয়ার অর্থ এটাই (গুনাহ থেকে সতর্ক হয়ে পথচলা)।"[৩]

আব্বাসী খলিফা ও বিশিষ্ট কবি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায (২৪৭-২৯৬ হিঃ) এই বিষয়টি এভাবে বলেছেন,

خَلِّ الذُّنُوْبَ صَغِيْرَهَا ... وَكَبِيْرَهَا فَهُوَ التُّقَى

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ ... الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً ... إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

পথের কাঁটা দেখতে পেয়ে পথিক যেমন সতর্ক রয়,

ছোট-বড় পাপ দেখে ঠিক এমনিভাবে বাঁচতে (তাকওয়া) হয়।

ছোট বলে তা যেন আর অবহেলার পাত্র নয়,

ছোট ছোট পাথরকণা মিলেই তো ওই পাহাড় হয়।

---

[১] সূরা আল ইমরান ৩ : ১০২

[২] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ২/৭৪।

[৩] বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ৯৬৩।

Scanned with CamScanner

কুরতুবি এবং ইবনু কাসীর বলেছেন যে, এটি ইবনুল মু'তাযের রচনা।[১]

হাসান বাসরি ﵀ বলেন, "তাকওয়াবান ব্যক্তিরা আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলে। এমনকি সন্দেহজনক অনেক হালাল বস্তুও তারা পরিত্যাগ করে।"[২]

সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর ভাষায়, "তাদেরকে আলাদা করে '(আল্লাহ)ভীরু' ডাকার কারণ হলো, সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে কেউ ভয় করে না, তারা সেগুলোর ব্যাপারেও ভীত থাকে।"[৩]

তালক ইবনু হাবিব ﵀-এর মতে, "তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া অন্তর্দৃষ্টি খোলা রেখে তাঁকে মান্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা।"[৪]

উমার ইবনু আব্দুল আযীয ﵀ বিষয়টি বলেছেন এভাবে, "দিনে সিয়াম পালন করা আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়াকেই তাকওয়া বলে না। বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর আদেশ মান্য করা। যাকে এর চেয়েও উঁচু পর্যায়ের (আনুগত্যের) সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে কল্যাণের ওপর কল্যাণ লাভ করেছে।"[৫]

ইবনু রজব ﵀ বলেন, "তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বাঁচার ঢাল। আর এই ঢাল হলো হলো আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। পরিপূর্ণ তাকওয়ার দাবি হলো—ফরযের পাশাপাশি নফল আমল করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মাকরুহ ও সন্দেহজনক জিনিসও পরিত্যাগ করা। এটিই তাকওয়ার চূড়ান্ত রূপ।"[৬]

---

[১] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ১/৭৫। সূরা বাকারা ২:৩ এর ব্যাখ্যায়। তাফসীরু কুরতুবী (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ), ১/১৬২। একই আয়াতের ব্যাখ্যায়।

[২] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ১/৭৪। সূরা বাকারা ২:২ এর ব্যাখ্যায়।

[৩] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/২৮৪।

[৪] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক; কিতাবুয যুহদ, ১৩৪৩। তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৬/৩৩৫। সূরা আহযাব ৩৩:১ এর ব্যাখ্যায়।

[৫] বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ৯৬৪।

[৬] ইবনু রজব হাম্বলি;জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১/৩৯৮। ১৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় (শাইখ শুআইব আল আরনাউত সম্পাদিত)। গ্রন্থকার এখানে ভাবার্থ তুলে ধরেছেন।

Scanned with CamScanner

সাহাল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই, আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ ছাড়া নেই কোনো পথপ্রদর্শক। তাকওয়া ছাড়া কোনো রিযিক নেই, আর তাকওয়া দৃঢ় করা ছাড়া কোনো আমল নেই। তাকওয়া সুদৃঢ় রাখতে চাইলে সকল গুনাহ থেকে বাঁচতেই হবে।"[১]

আল্লামা আবুল কাসিম নাস্‌রাবাযি'র ভাষ্য অনুযায়ী, "তাকওয়া দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে দুনিয়ার মোহ উবে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

'আর তাকওয়াবানদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি বোঝো না?'[২]"[৩]

ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন, "সকল ভালোর সমষ্টিই তাকওয়া। পূর্বের ও পরের সকল প্রজন্মের প্রতি এটিই আল্লাহ তাআলার হুকুম।[৪]

আবুদ দারদা ﷺ কেন কাব্যচর্চার সাথে জড়িত হন না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান:

يُرِيْدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ ... وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَا

يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي ... وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

'মানুষ, সে তো কতকিছুই চায়,

আল্লাহ যা চান, তা-ই সে শুধু পায়।

মানুষ বলল, 'আমার ধন, এই তো আমার চাওয়া!'

অথচ কিনা তাকওয়া হলো সবচেয়ে বড় পাওয়া।'"[৫]

---

[১] বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ৮৯৮।

[২] সূরা আল-আনআম ৬ : ৩২

[৩] আব্দুল কারিম কুশাইরি; রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৮৮। গ্রন্থকার নাসরাবাদি লিখেছেন। মূলত নাসরাবাযি হবে।

[৪] তাফসীরু কুরতুবী, ১/১৬২। সূরা বাকারা ২:৩ এর ব্যাখ্যায়।

[৫] প্রাগুক্ত। মূল বর্ণনা রয়েছে : ইবনু আব্দিল বার; আল-ইসতিআব, ৪/৫৪৮ [আবুদ দারদা : ২৯৪০]।

Scanned with CamScanner

তাই খেয়াল রাখুন আপনি তাকওয়াবান, নাকি সীমালঙ্ঘনকারী উদাসীন। নেককার পূর্বসূরিদের মতো আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, নাকি পেছনে পড়ে থাকেন?

Scanned with CamScanner

২

# কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যে তাকওয়ার মাহাত্ম্য

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অর্জন করো)। আর প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে যে, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[১]

❁ আল্লাহকে ভয় করার ব্যাখ্যা ইমাম কুরতুবি ﵀ দিয়েছেন এভাবে—তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমাকে সমীহ করা, আদেশ পূর্ণ করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকা। 'আগামী' বলতে এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে পরকালকে। অত্যাসন্ন যেকোনো কিছু বোঝাতেও আরবিতে 'আগামীকাল' এর প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। [২]

জাহিলি যুগের কবি কুরাদ ইবনু আজদা' বলেন,

فَإِنْ يَكُ صَدْرُ هَذَا الْيَوْمِ وَلَّى ... فَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبُ

---

[১] সূরা হাশর ৫৯ : ১৮

[২] তাফসীরু কুরতুবী, ১৮/৪৩।

Scanned with CamScanner

"আজকের দিন ভালোয় ভালোয় কাটুক প্রসন্ন,
চেয়ে দেখো ওই, আগামীকাল অত্যাসন্ন।"[১]

❂ হাসান বাসরি ﵀ ও কাতাদা ﵀ বলেন, কিয়ামাতকে 'আগামীকাল' বলার মাধ্যমে এর নৈকট্য বোঝানো হচ্ছে। যেন সত্যি সত্যিই আগামীকাল কিয়ামাত হয়ে যাবে। আগামীর জন্য প্রেরিত জিনিস হলো মানুষের পুণ্য কিংবা পাপকাজ।

আয়াতে 'আল্লাহকে ভয় করা' তথা তাকওয়া অবলম্বনের আদেশটি পুনরাবৃত্তি করার কারণ আছে। এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয় গুরুত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে। আবার দুটি জায়গায় আলাদা দুটি অর্থও হতে পারে। অনেকের মতে প্রথম 'ভয়ে'র অর্থ অতীত পাপের অনুশোচনা আর দ্বিতীয়টির অর্থ ভবিষ্যতে পাপ পরিহারের প্রত্যয়।[২]

❂ ইমাম ইবনু কাসীর ﵀ ব্যাখ্যা দেন, "আল্লাহ তাঁকে ভয় করার আদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এই ভয় করার অন্তর্ভুক্ত। 'প্রত্যেকে যেন দেখে (বা খেয়াল রাখে)' বলতে বোঝানো হয়েছে কিয়ামাতের দিন হিসেব হওয়ার আগে নিজেই নিজের কাজকর্মের হিসেব নেওয়া। আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থাপনের আগেই নেক আমলের বিনিয়োগের পরিমাণ দেখে নেওয়া।"[৩]

❂ ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, "নিজের আমলের হিসাব নেওয়ার গুরুত্ব বোঝা যায় এই আয়াত থেকে।"[৪]

আরেক আয়াতে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবেই ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা (পরিপূর্ণ) মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না"[৫]

---

[১] প্রাগুক্ত। ইমাম কুরতুবী পঙক্তিটি ইমাম গাযালীর ফারাইদুল লাআলী হতে উদ্ধৃত করেছেন। তবে পঙ্কতিটি কবি কুরাদ ইবনু আজদা'র। আমরা এখানে পুরো পঙক্তিটি তুলে ধরেছি। দেখুনঃ মু'জামুশ শুআরাইল আরব, ৮৭৮। আলী ইবনু মাহদির মুখে এই পঙক্তি পাঠের বর্ণনা পাওয়া যায়। বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৯৫৫০।

[২] তাফসীরু কুরতুবী, ১৮/৪৩।

[৩] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/১০৫,১০৬।

[৪] ইগাসাতুল লাহফান, ১/৮৪।

[৫] সূরা আল ইমরান ৩ : ১০২

Scanned with CamScanner

❁ ইবনু মাসউদ ﵁এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা তো আগে উল্লেখ করাই হলো। এখন ইবনু আব্বাস ﵄ এর ব্যাখ্যায় কী বলেছেন, তা দেখা যাক,

"'যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো' এই কথা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সেভাবেই চলতে হবে, যেভাবে চলা উচিত। এ ব্যাপারে কারও সমালোচনার পরোয়া করা যাবে না। আপনজনের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও থাকতে হবে ন্যায়ের সাথে। আর '...যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়' অংশটুকু দিয়ে বোঝানো হয়েছে সুস্বাস্থ্য-অসুস্থতা সকল অবস্থায় ইসলাম পালন করা। জীবদ্দশায় এভাবে চললে মৃত্যুও হবে এরকমই।"[১]

❁ সাইয়িদ কুতুব ﵀ বিষয়টি তুলে ধরেন এভাবে, "আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য সমীহ বা ভয় আসলে সীমাহীন। তাই অন্তর যেন সাধ্যের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করে যায়। হৃদয় যতক্ষণ তাকওয়া লাভের অভিযানে একদম ডুবে থাকবে, ততক্ষণই সে নতুন নতুন গভীরতা ও দিগন্তের সন্ধান পেতে থাকবে। এমনই গভীরতা ঈমানের। এটিই তাকওয়া। আর তাকওয়ার চূড়ান্ত (স্তর) হলো অন্তিম মুহূর্তেও আল্লাহ তাআলার জন্যই বিলীন হয়ে থাকা। এমন তাকওয়া এক মুহূর্তের জন্যও নড়বড় হয় না, বা হড়কে যায় না।"[২]

আরেকটি আয়াত,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ

"আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"[৩]

❁ ইবনু কাসীর ﵀ বলেন, "পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবেও আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। একই আদেশ আমাদের প্রতিও বলবৎ

---

[১] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ২/৭৫।

[২] তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন, ৩/১৪৬,৪৭। গ্রন্থকার ভাবার্থ তুলে ধরেছেন।

[৩] সূরা আন-নিসা ৪ : ১৩১

Scanned with CamScanner

আছে।"[১]

❁ সাইয়িদ কুতব ﵀ বলেন, "আল্লাহ তাআলার ভয় থাকলে অন্তরের সংশোধন একেবারে নিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন—যাতে করে প্রয়োজন ও বিপদের সময় তিনি আমাদেরকে সাহায্য ও সুরক্ষা দিতে পারেন। নতুবা তিনি তো আমাদের উচ্ছেদ করে নতুন মানবজাতি নিয়ে আসতে সক্ষম। তিনি চান, মানুষ যেন নিজেদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যই আল্লাহকে ভয় করে।"[২]

আরও একটি আয়াত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো—যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয়ের ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা-ই পালন করে।"[৩]

❁ আলি ﵁ বলেছেন, "নিজেকে রক্ষা করতে হবে নিজের নেক আমলের মাধ্যমে আর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে হবে উপদেশের মাধ্যমে।"[৪]

❁ কাতাদা ﵀ বলেন, "আল্লাহ তাআলার বাণীর মাধ্যমে পরিবারকে আদেশ করতে হবে। নিষেধ করতে হবে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার ব্যাপারে। আর এই উভয় কাজে তাদেরকে সাহায্যও করতে হবে। তারা অবাধ্য হলে ফিরিয়ে আনতে হবে ধমক ও বাধা দিয়ে।"[৫]

❁ শাইখ আলী আস-সাবুনি বিস্তারিতভাবে বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

---

[১] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ২/৩৮২

[২] তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন, ৪/৩৪৪,৪৫। গ্রন্থকার ভাবার্থ তুলে ধরেছেন।

[৩] সূরা আত-তাহরীম ৬৬ : ০৬

[৪] তাফসীরু কুরতুবী, ১৮/১৯৪।

[৫] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/১৮৮।

Scanned with CamScanner

ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা, তোমরা নিজেদেরকে, সংসার-সঙ্গীকে ও সন্তান-সন্ততিদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আগুন থেকে রক্ষা করো। আর তা করার উপায় হলো নিজে গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক আমল করা এবং পরিবারকে এসবের শিক্ষা দেওয়া।"[১]

❁ সাইয়িদ কুতুব ﵀ বলেন এরকম, "পরিবারের ব্যাপারে মুমিনের কাঁধে যে দায়িত্ব, তা সত্যিই ভারী ও ভয়ংকর। সামনেই আগুন তার অপেক্ষায়। পরিবার নিয়ে এটি পার করে যেতে হবে। নিজেকে তো বাঁচাতে হবেই, পরিবারের কেউ যেন পড়ে না যায়, সেদিকেও চোখ খোলা রাখতে হবে। এর জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। এখানে মানুষকে পাথরের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার সমন্বয়ে গড়া এ শাস্তি কতই না ভয়ানক! সময় শেষ হওয়ার আগেই তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার মুমিনের কাঁধে।" [২]

আরেকটি আয়াত,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

"আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা।"[৩]

❁ ইবনু কাসীর ﵀ ব্যাখ্যা করেন, "দুনিয়ার পাথেয় সম্পর্কে তো জানানোই হয়েছে, তাই আল্লাহ এখানে আখিরাতের পাথেয় তথা তাকওয়ার ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন। অনুরূপ আরেক আয়াতে আছে,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ

'হে আদম সন্তান, তোমাদের লজ্জাস্থানগুলো ঢাকার এবং তোমাদের দেহের সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য

---

[১] সফওয়াতুত তাফাসীর (দারুস সাবুনি, কায়রো), ৩/৩৮৬।

[২] তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন, ২০/২৯০। গ্রন্থকার ভাবার্থ তুলে ধরেছেন।

[৩] সূরা আল-বাকারাহ ২: ১৯৭

Scanned with CamScanner

পোশাক নাযিল করেছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।'[১]

বাহ্যিক পোশাকের কথা বলার পর আল্লাহ দিলেন অন্তরের পোশাকের সন্ধান। সাথে এ-ও বলে দিলেন, বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের তাকওয়া কত উত্তম।"[২]

❁ নবিযুগের জাহিলি কবি আশা ইবনু ছা'লাবাহ কায়সী নবিজির প্রশংসায় লেখা কবিতায় বলেন,

إِذْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى ... وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نَدِمْتَ عَلَى أَلَّا تَكُونَ كَمِثْلِهِ ... وَأَنَّكَ لَمْ تَرْصُدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا

ছন্নছাড়া ক্লান্ত পথিক বেশে,

পাথেয় ছাড়া পথ ভ্রমণে এসে

দেখবে যখন পাথেয়সহ কেউ,

জাগবে মনে অনুতাপের ঢেউ।[৩]

❁ আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদ হারিরি রহ. বলেন, আমি সিরিয়ার ঈলা শহরের এক কবর ফলকে লিপিবদ্ধ নিচের পঙক্তিমালা পাঠ করি,

الْمَوْتُ بَحْرٌ طَامِحٌ مَوْجُهُ ... تَذْهَبُ فِيْهِ حِيْلَةُ السَّابِحِ

يَا نَفْسُ إِنِّي قَائِلٌ فَاسْمَعِي ... مَقَالَةً مِنْ مُشْفِقٍ نَاصِحِ

لَا يَصْحَبُ الْإِنْسَانَ فِي قَبْرِهِ ... غَيْرَ التُّقَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

---

[১] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ২৬

[২] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ১/৪০৮।

[৩] তাফসীরু কুরতুবী, ১৮/১৯৪। সূরা বাকারা ২: ১৯৭ এর ব্যাখ্যায়। মূল বর্ণনা রয়েছেঃ সীরাতু ইবনি হিশাম, ১/৩৮৮। কবি আ'শা অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইসলামে মদ্যপান হারাম শুনে ইসলাম গ্রহণ না করে ফিরে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন।

Scanned with CamScanner

মরণ যেন সাগরসম, লহরী তার সর্বগ্রাসী

সাঁতারুর সব পাথেয় গিলেতো হয় সে ভয়াল সর্বনাশী।

হে আমার নফস, শুনে যাও এক শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা

আমলনামা হোক তাকওয়া ভরা, হোক না কবর যথা-তথা।[১]

অপর আয়াত,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"যেদিন তোমরা আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসবে, সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের (ভালো ও মন্দ) উপার্জনের (যথাযথ)পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারও ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।"[২]

❁ইবনু কাসীর ﵀ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপদেশ দিচ্ছেন পৃথিবীর সমাপ্তি ও আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। বর্ণিত আছে যে, এটিই সর্বশেষ নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত। এটি নাযিল হওয়ার পর নবি ﷺ মাত্র নয় রাত বেঁচে ছিলেন।"[৩]

❁শাইখ আলী আস-সাবুনি বলেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সেই ভয়ানক দিনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যেদিন সৎকর্ম ছাড়া বাকি সবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ওহির ধারা সমাপ্ত হয় এই ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতের মাধ্যমে।"

আর এই (কুরআন নাযিলের ধারা) সমাপ্ত হয়েছে তাকওয়ার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে।[৪]

---

[১] তাফসীরু কুরতুবী, ১৮/১৯৪। মূল বর্ণনা রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল কুবুর, ২২৫।

[২] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৮১

[৩] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ১/৫৫৭,৫৫৮। তবে সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে এই মতটি জমহুর আলিমদের মত। তাছাড়া সর্বশেষ আয়াত নাযিলের পর রাসুল সা. কতদিন দুনিয়ার বুকে ছিলেন তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে নয় রাত ও একত্রিশ দিনের মত রয়েছে।

[৪] সফওয়াতুত তাফাসীর, ১/১৫৮,১৫৯।

Scanned with CamScanner

অন্য আয়াত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[১]

❁ ইবনু কাসীর ﵀ বলেন, "সত্যবাদী হও এবং এ স্বভাব আঁকড়ে ধরে থাকো। এভাবেই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এতে ধ্বংস থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, খুলে যায় সুযোগ-সুবিধার দুয়ারগুলো।" [২]

❁ শাইখ আলী আস-সাবুনি বলেন, "এর অর্থ প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) ব্যাপারে সচেতন থাকা। আর নিয়ত ও কাজের মাধ্যমে ঈমান সংশোধনকারী সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।"[৩]

আরেকটি আয়াত,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামাতের প্রকম্পন বড় ভয়ানক একটি ব্যাপার।"[৪]

❁ শাইখ আলী আস-সাবুনি বলেন, "এটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি সম্বোধন। আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলো। কিছু আলিম তাকওয়াকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তাঁর নিষেধকৃত স্থানে উপস্থিত না দেখেন এবং তাঁর আদিষ্ট স্থানে অনুপস্থিত না পান।'"[৫]

আসলে এ ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত তুলে আনা যায়। তবে উল্লেখিত কয়েকটি আয়াত থেকেই এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ আমাদেরকে অসার কার্যকলাপের জন্য সৃষ্টি করেননি। আমাদের জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে।

---

[১] সূরা আত-তাওবা ৯ : ১১৯

[২] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৪/২০৪।

[৩] সফওয়াতুত তাফাসীর, ১/৫২৮।

[৪] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ১

[৫] সফওয়াতুত তাফাসীর, ২/২৫৭।

Scanned with CamScanner

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"নিশ্চয় আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"[১]

গন্তব্যহীন যাত্রায় পাথেয় অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যে সফরের গন্তব্য আছে, সে পথের জন্য পাথেয় আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং তাঁর জান্নাতের আনন্দ যাদের লক্ষ্য, তাকওয়া তাদের পাথেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর মুখ দিয়েও তাকওয়া অর্জনের আদেশ শুনিয়েছেন।

❁ আবু যর গিফারি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে নবি ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। গুনাহ হয়ে গেলে এর পরপরই (কোনো) নেক আমল করে নাও। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো।"[২]

❁ ইরবায ইবনু সারিয়াহ ﷺ বর্ণনা করেন, "নবি ﷺ একদিন এমন এক খুতবা দিলেন যে, আমাদের অন্তর প্রকম্পিত আর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আমরা বললাম (কিংবা তারা বলল), ' হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এ যেন বিদায়ী বক্তৃতার মতো শোনাল। আমাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যান তা হলে।' তিনি বললেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا ◉ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا ◉ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ◉ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ◉ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ◉ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ◉ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

আমি তোমাদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় (তাকওয়া অবলম্বন) করো। কোনো দাসও যদি আমির হিসেবে নিযুক্ত হয়, তাকে মান্য করো। আমার পর বেঁচে থাকলে তোমরা অনেক ফিতনা দেখতে পাবে। কাজেই আমার সুন্নাহ (পথ) ও সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের পথ আঁকড়ে ধরে থেকো। রীতিমতো মাড়ির

---

[১] সূরা আয-যারিয়াত ৫১ : ৫৬

[২] সুনানু তিরমিযি, ১৯৮৭। মুসনাদু আহমাদ, ২১৩৫৪, ২১৪০৩। ইমাম আহমাদের সনদ হাসান লিগাইরিহি।

Scanned with CamScanner

দাঁতে সেগুলো কামড়ে ধরে পড়ে থেকো। আর দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত) থেকে দূরে থাকবে। কারণ এ-সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় পথভ্রষ্টতা।"[১]

◉ আবু সাঈদ খুদরি ﷺ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ۞ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا۞ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۞

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۞ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

"নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট শ্যামল (সুস্বাদু দর্শনীয় ও) আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কী কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাকো। কেননা বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করেই।"[২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে নবি ﷺ বলেন,

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا۞ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"মুমিন ছাড়া আর কারও সঙ্গ গ্রহণ কোরো না। আর মুত্তাকি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবারে শরিক না হয়।"[৩]

নবি ﷺ নিজের জন্যও তাকওয়া অর্জনের দুআ করতেন। ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, নবিজি দুআ করতেন এভাবে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى۞ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথনির্দেশ (হিদায়াত), তাকওয়া (আপনার ভয়), চারিত্রিক পবিত্রতা ও সচ্ছলতা কামনা করছি।"[৪]

তাকওয়ার এমন বিশেষ গুরুত্বের কারণেই সাহাবিরা এটি অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন ও

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, ১৭১৪৪। সনদ সহিহ। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ৪৬০৭। সুনানু তিরমিযি, ২৬৭৬।

[২] সহিহ মুসলিম, ২৭৪২। ই.ফা, ৬৬৯৭।

[৩] সুনানু আবি দাউদ, ৪৮৩২। সুনানু তিরমিযি, ২৩৯৫। মুসনাদু আহমাদ, ১১৩৩৭। সনদ হাসান।

[৪] সহিহ মুসলিম, ২৭২১।

Scanned with CamScanner

পরস্পরকে এ ব্যাপারে তাগাদা দিতেন। আসলে উম্মাতের মধ্যে দুনিয়া-আখিরাতের পাথেয়র বাস্তবতা তাঁদের চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে!

Scanned with CamScanner

৩

# তাকওয়া অর্জনে সালাফদের তাগিদ

তাকওয়ার ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন আমাদের নেককার পূর্বসূরি তথা সালফে সালিহীনগণ। একে অপরকে এ ব্যাপারে খুব বেশি বেশি তাগাদা দিতেন তাঁরা।

❁ আবু বকর ﵁ খুতবায় বলতেন, "তাকওয়া অবলম্বন করো আর যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করো। আশা ও আশঙ্কা এবং চেষ্টা ও দুআর মধ্যে সুষম সমন্বয় রাখো। যাকারিয়্যা ﵇-এর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

'তারা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হতো এবং আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি অতিশয় অনুগত।'[১]"[২]

❁ আবু বকর ﵁ তাঁর মৃত্যুশয্যায় উমর ﵁-কে ডাকিয়ে এনে কিছু পরামর্শ দেন। এর মধ্যে প্রথমটিই ছিল আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে।[৩]

❁ উমর ﵁ তাঁর ছেলের কাছে এক চিঠিতে লেখেন,

"আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তাঁকে ভয় করা মানে নিজেকে তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ করে ফেলা। তাঁকে ঋণ দিলে তিনি তা পরিশোধ করে দেন। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে আরও বাড়িয়ে দান করেন। তাকওয়াকে করে নাও তোমার জীবনের

---

[১] সূরা আল-আম্বিয়া ২১ : ৯০

[২] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৫/৩২৫। মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ, ৩৪৪৩১।

[৩] মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ, ৩৭০৫৬।

Scanned with CamScanner

লক্ষ্য আর হৃদয়ের প্রলেপ।"[১]

❁ এক যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে আলি ﵁ উপদেশ দেন,

"আল্লাহকে ভয় করবেন। তাঁরই কাছে আপনাকে ফিরে যেতে হবে, তিনিই আপনার অদ্বিতীয় গন্তব্য। দুনিয়া ও আখিরাতের তিনিই নিয়ন্ত্রক।"[২]

❁ উমর ইবনু আব্দুল আযীয ﵀ এক ব্যক্তির কাছে চিঠিতে লিখেন,

"আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন। তাকওয়া ছাড়া কোনোকিছুই তিনি গ্রহণ করেন না। তাকওয়াবানদের তিনি দয়া দেখান, এরই ভিত্তিতে পুরস্কৃত করেন। মুখে মুখে অনেকেই তাকওয়ার কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে এর চর্চাকারীর সংখ্যা খুবই কম। আল্লাহ আমাদের সকলকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[৩]

❁ উমর ﵁ খলিফা হওয়ার পর একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

"আমি আপনাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) মুত্তাকী ও সদাচারীদের সাথেই রয়েছেন।"

হাজ্জের সফরে বেরোবার আগে এক লোক তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চায়। উমর ﵁ বলেন, "আল্লাহকে ভয় করো। যে তাঁকে ভয় করে, সে কখনো একাকিত্বে ভুগবে না।"[৪]

❁ শু'বা ﵀ বলেন যে, কোনো সফরে বেরোবার সময় তিনি হাকাম ﵀-এর সাথে কথা বলে নিতেন। তিনি বলতেন, "মুআয ﵁-কে নবি ﷺ যে কথার মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তা-ই দিচ্ছি। যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। গুনাহ হয়ে গেলে নেক আমল করে নাও। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো।"[৫]

❁ জনৈক সালাফ তাঁর ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন,

---

[১] ইবনু কুতায়বা দিনওয়ারি; উয়ুনুল আখবার, ১/৩৫৭।

[২] মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বাহ, ৩৪৪৯৯।

[৩] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/২৬৭।

[৪] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/২৯৭।

[৫] মুসনাদু ইবনিল জা'আদ, ৩১২। মুআজ ইবনু জাবাল ﵁-এর বর্ণনাটি রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২২০৫৯। সনদ হাসান গরীব।

Scanned with CamScanner

"আল্লাহকে ভয় কোরো। এটি সর্বোত্তম গুপ্তধন, সুন্দরতম প্রদর্শনীয় বস্তু আর সবচেয়ে দামি সম্পদ। আল্লাহ যেন আমাদের উভয়কে এটি অর্জনে ও এর সুফল লাভে সাহায্য করেন।"[১]

❁ আরেক ব্যক্তি নিজের ভাইকে চিঠিতে লিখেছেন,

"আমি তোমাকে এবং নিজেকে উপদেশ দিচ্ছি তাকওয়া অবলম্বন করার। দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পাথেয় এটিই। একে বানিয়ে নাও প্রতিটি ভালো কাজের দিকে যাবার রাস্তা ও প্রতিটি মন্দ পথের বাধা। মুত্তাকীদের দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার ও কল্পনাতীত উৎস থেকে রিযক দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।"[২]

❁ সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কুফার বাইরে এক গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আলি ﵁। এমন সময় তিনি বললেন,

"একাকিত্বে

র বাসিন্দারা, অন্ধকার কবরের অধিবাসীরা! ওহে বিস্মৃত মাটি হয়ে যাওয়া মানুষেরা! তোমরা আমাদের আগে গিয়েছ, আমরা তোমাদের পরেই আসছি। তোমাদের ঘর? তাতে অন্যরা এসে থাকছে। তোমাদের সংসার-সঙ্গীরা? তারা বিয়ে করে নিয়েছে অন্যত্র। আর সম্পদ? সেগুলোর ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেছে। তোমাদের জন্য এই ছিল আমার কাছে খবরাখবর। আমাদের জন্য তোমাদের কাছে কী বার্তা আছে, বলো তো!"

এরপর আলি ﵁ তাঁর বাহিনীর দিকে ফিরে বলেন,

"এদের যদি কথা বলার সামর্থ্য থাকত, তা হলে তারা বলত—তাকওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।"[৩]

---

[১] আবু হাইয়্যান তাওহিদী; আল-বাসাইরু ওয়ায-যাখাইর, ২/১৪।

[২] ইবনু রজব হাম্বলি; জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১/৪০৭।

[৩] আবু বকর দিনওয়ারী; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ২/১৪৮ [২৭৮]।

Scanned with CamScanner

৪

# মুত্তাকীদের গুণাবলি

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের গুণাবলি জানিয়ে দিয়েছেন। কোমলতা, ভদ্রতা ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ হলো তাঁদের পরিচয়। এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত একটি হলো:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"তোমাদের মুখ (শুধু) পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। বরং সৎকাজ হচ্ছে—আল্লাহ তাআলা, কিয়ামাত-দিবস, ফেরেশতা, আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ কিতাব ও নবিদের মনেপ্রাণে মেনে নেবে। এবং আল্লাহ তাআলার প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ—আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে; এবং বিপদে-অনটনে ও সংগ্রামে সবর করবে, তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।"[১]

[১] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৭৭

Scanned with CamScanner

৫

# পাথেয় লাভের পথ

মুত্তাকিদের স্তরে উন্নীত হওয়া যেনতেন ব্যাপার নয়। তবে নবি ﷺ-এর সুন্নাহ ও সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে তা সহজ হয়ে যায়। এ পথের প্রধান ধাপগুলো এরকম :

## প্রথম ধাপ:

### *নিজের হিসেব নেওয়া*

দুনিয়ায় নিজের নেক আমল, বদ আমলের হিসেব রাখাটা আখিরাতে সাফল্যের একটি কারণ। কুরআনে এই বাস্তবতা বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অর্জন করো)। আর প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে যে, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[১]

এখানে নিজের বিগত আমলের হিসেব নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

[১] সূরা হাশর ৫৯ : ১৮

Scanned with CamScanner

❁উমর ﵁ বলেন, "তোমার হিসেব গৃহীত হওয়ার আগে, নিজেই নিজের হিসেব নাও। তোমার আমল ওজন হওয়ার আগে, নিজেই তার ওজন করো।"[১]

❁মাইমুন বিন মাহরান ﵀ বলেন, "ব্যবসায়িক অংশীদারের হিসেব নেওয়ার চেয়ে নিজের হিসেব বেশি না নিলে, কেউই মুত্তাকী হতে পারবে না।"[২]

❁ হাসান বাসরি ﵀ এর ভাষ্য অনুযায়ী, "মুমিন নিজেই নিজের পাহারাদার। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে নিজের হিসেব নেয়। দুনিয়ায় নিজের হিসেব নিলে আখিরাতে তার হিসেব সহজভাবে নেওয়া হবে। আর দুনিয়ায় এই বিষয়টিকে যে হালকাভাবে নেবে, আখিরাতে তার হিসেব বড় কড়াকড়ি হবে।"[৩]

❁আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন যে, উমর ﵁ একবার হাঁটতে বেরিয়ে একটি বাগানে পৌঁছলেন। বললেন, "আল্লাহ ও আমার মাঝে রয়েছে এক বাধা। হে আমার নফস! মুমিনদের নেতা! হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, নয়তো আমি তোমায় শাস্তি দেবো।" [৪]

❁মালিক ইবনু দিনার ﵀ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে নিজেকে বলে—'অমুক লোকটা তো নেক আমলে তোমার থেকে এই এই পরিমাণ এগিয়ে গেল!' তারপর নিজেকে তিরস্কার করে আরও ভালোভাবে দ্বীন পালন করতে শুরু করে।" [৫]

তিনি আরও বলেছেন, "আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি—'আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার আমলনামা অন্যের হাতে পড়ার আগেই নিজে তার হিসেব নেয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন, যে নিজের কাজকর্মকে লাগামছাড়া হতে দেয় না। আল্লাহ তাকে রহম করুন, যে নিজেই মিযানে নিজের আমল ওজন করে।' (ইবনু দীনার বলেন,) তার এই বক্তব্য আমাকে অশ্রুসিক্ত করে তুলল।"[৬]

---

[১] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল; কিতাবুয যুহদ, ৬৩৩।

[২] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৭।

[৩] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ১৭।

[৪] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল; কিতাবুয যুহদ, ৬০০।

[৫] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৮।

[৬] ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪০৫ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)। তবে মূল বর্ণনায় রহমের কথা নেই। ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ১১।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢

"না![১] তিরস্কারকারী নফসের শপথ..."[২]

❁ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরি ﵀ বলেন, "মুমিন সব সময়ই নিজেকে পর্যালোচনার অধীন রাখবে। এমনকি পানাহার ও কথাবার্তার ক্ষেত্রেও। আর পাপাচারী কখনোই নিজের সমালোচনা করে না।"[৩]

❁ তাউবাহ ইবনুস সিমাত ﵀ ষাট বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে নিজের হিসেব নিয়েছেন। গণনা করে দেখলেন মোট দিনের সংখ্যা ২১,৫০০। তিনি কেঁপে উঠে বললেন, "গোটা জগতের প্রতিপালকের কাছে যদি আমি ২১,৫০০টা গুনাহ নিয়ে যাই, কী দুর্গতিই না হবে! আর যদি দিনে ১০,০০০টা করে গুনাহ হয়ে থাকে, তা হলে তো সর্বনাশ!"[৪]

❁ একজন সালাফের মতে, "একেকটি পাপকাজের বিনিময়ে মানুষ নিজের ঘরে এক একটি ঢিল ছুড়লে, সারা ঘর ভরে যেতে তেমন একটা সময় লাগবে না।"[৫]

❁ ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, "দাউদ ﵇-এর পরিবারের জ্ঞানগর্ভ কথামালায় লেখা আছে, 'বুদ্ধিমান কখনো চারটি বিষয়ে অবহেলা করে না: প্রতিপালকের কাছে দুআ করা, নিজের হিসেব নেওয়া, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে নিজের দোষ শোনা এবং একাকিত্বের সময়।'[৬]

❁ উমর ﵁ তাঁর অধীনস্থদের কাছে বার্তা পাঠান: "দুর্দশার হিসেব আসার আগেই প্রাচুর্যের সময় নিজের হিসেব নিন। এতে সন্তুষ্ট ও ঈর্ষণীয় হওয়া যায়। আর যে এ ব্যাপারে উদাসীন থেকে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়, তার সামনে দুর্দশা আসন্ন।"[৭]

---

[১] আয়াতে 'لَا' না'- অব্যয়টি অতিরিক্ত। মূলত আরবি ভাষায় বিরোধিদের দাবী খণ্ডন করে শপথের পূর্বে এ ধরণের অব্যয় ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/২৮৩।

[২] সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫ : ২

[৩] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৪।

[৪] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৭৬।

[৫] ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪০৬।

[৬] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ১২।

[৭] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ১৬।

Scanned with CamScanner

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, "মোটকথা, প্রথমে ফরয আমলের হিসেব নিতে হবে। এখানে কমতি থাকলে পূরণ করে নিতে হবে। তারপর আসে হারাম কাজের হিসেব। এখানে ত্রুটি পেলে ইস্তিগফার করে নিতে হবে এবং নেক আমল বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে পাপ কেটে যায়। এরপর দেখতে হবে নিজের উদাসীন ও অবহেলায় কাটানো সময়গুলো। এখানে ঘাটতি থাকলে তাওবা ও যিকর-আযকার করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। সবশেষে মুখ, পা, হাত, চোখ, কানের হিসেব। এই অঙ্গ দিয়ে ওই কাজটা কেন করলাম? সেই কাজটা কেন করলাম না? ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

'আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারা (ভালো বা মন্দ) যা কিছু করছে সে সম্পর্কে।'[১]

তিনি আরও বলেন,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾

অতঃপর যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব আর রাসূলদেরও (আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া সম্পর্কে) অবশ্যই জিজ্ঞেস করব। তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, আর আমি তো বেখবর নই।[২]

لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

"(পূর্ববর্তী নবি ও রাসূলগণ হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে তা মূলত) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য।"[৩]

---

[১] সূরা আল-হিজর ১৫ : ৯২-৯৩

[২] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৬ -৭

[৩] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৮

Scanned with CamScanner

সত্যবাদীকেই যেখানে জেরার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেখানে মিথ্যেবাদীর অবস্থা কতটা খারাপ হতে পারে, ভাবুন তো![১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

"নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর—সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[২]

দেখুন, বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে যেতে পারে। কাজেই, আসল হিসেবের সময় আসার আগে নিজের হিসেব নেওয়া উচিত।"

এই অভ্যাস থাকলে বান্দার প্রচুর উপকার হবে। এর মাঝে একটি হলো নিজের ভুলভ্রান্তি ধরতে পারা। ভুল যদি বুঝতেই না পারে, তা হলে সংশোধন করবে কীভাবে?

❁ আবুদ দারদা ﵁ বলেন, "ইসলামের বুঝ পরিপূর্ণ হওয়ার লক্ষণ হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে (সংশোধনের নিয়তে) মানুষকে তিরস্কার করা, তারপর ঘরে ফিরে তার চেয়েও বেশি করে নিজেকে তিরস্কার করা।"[৩]

❁ আইয়ুব সাখতিয়ানি ﵀ বলেন, "দ্বীনদার ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হলে আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিই (অর্থাৎ, নিজেকে তাঁদের মাঝে গণ্য করি না)।"[৪]

❁ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি ﵀ বলেছেন, "পাপের যদি দুর্গন্ধ থাকত, তা হলে আমার ধারেকাছেও কেউ ঘেঁষতে পারত না।"[৫]

❁ ইউনুস ইবনু উবাইদ ﵀ এর ভাষ্য, "ভেবে দেখলাম ভালো মানুষের একশোটির মতো গুণাবলি আছে। কিন্তু নিজের মাঝে তার একটিও পেলাম না।" [৬]

---

[১] ইগাছাতুল লাহফান, ১/৮৩ (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ)।

[২] সূরা আল-ইসরা (বনি ইসরাঈল) ১৭ : ৩৬

[৩] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ২৩।

[৪] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৩/৫।

[৫] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৩৭।

[৬] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৩৪।

Scanned with CamScanner

❁ উকবা ইবনু সাহবান ﵀ বলেন, "আমি আয়িশা ﵂-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

'তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থি এবং কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী। আর এটাই (মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার) মহা অনুগ্রহ'[১]

❁ তিনি জবাব দিলেন, 'শোনো ছেলে, তারা তো এখন জান্নাতে আছে। যারা ভালো কাজে দ্রুত ধাবমান, তাঁরা নবি ﷺ-এর সময়কার এবং তাঁর জবানের মাধ্যমেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছে। মধ্যমপন্থিরা হলেন তাঁর অনুসারী সাথি, যারা একসময় তাঁদের নাগাল পেয়েছেন। আর নিজেদের ওপর অবিচারকারী হলাম আমার আর তোমার মতো মানুষেরা।' আয়িশা ﵂ নিজেকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন।"[২]

❁ ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, "সত্যবাদীদের একটি স্বভাব হলো নিজেকে তিরস্কার করা। নেক আমলের মাধ্যমে বান্দা যত-না আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়, তার চেয়ে বেশি হয় এ কাজের মাধ্যমে।"

নিজের হিসেব গ্রহণের আরেকটি উপকারিতা হলো আল্লাহ তাআলার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এই বিষয়টি যারা উপলব্ধি করতে পারে না, তারা নেক আমল ও ইবাদত থেকে উপকৃত হয় না।[৩]

❁ ওয়াহহাব ﵀ থেকে ইমাম আহমাদ ﵀ বর্ণনা করেন যে, একবার মূসা ﵇ এক লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। লোকটি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে করতে কান্নাকাটি করছিল। মূসা ﵇ বললেন, "হে আল্লাহ, এর ওপর দয়া করুন।

---

[১] সূরা ফাতির ৩৫ : ৩২

[২] মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসি, ১৫৯২। ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এই বর্ণনাটি দুর্বল।

[৩] ইগাছাতুল লাহফান, ১/৮৭।

Scanned with CamScanner

তার জন্য আমার খুবই খারাপ লাগছে।" আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-এর প্রতি ওহি করলেন, "সে দুআ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়লেও আমি তা কবুল করব না, যতক্ষণ না সে তার ওপর আমার (কর্তৃত্বের) অধিকার স্বীকার করছে।"[১]

❁ ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, "বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার উপলব্ধি করার একটি উপকারিতা হলো—নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারা, অহংকার ও লোকদেখানো (অভ্যাস) থেকে মুক্তিলাভ। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলার সামনে নম্রতার দরজা খুলে যায়, অহমিকার দরজা বন্ধ হয়। বোধোদয় হয় যে, মুক্তি কেবল আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। আনুগত্য পাওয়া, ইয়াদ রাখা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়া আল্লাহ তাআলার অধিকার। অবাধ্যতা, বিস্মৃতি ও অকৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য নয়।

এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলে টের পাওয়া যায় যে, কেবল নিজের চেষ্টায় এসব অধিকার পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয়। ভরসা করতে হয় আল্লাহ তাআলার দয়ার ওপর। নিজের আমলের ওপর নির্ভর করতে গেলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলার ওপর নিজের অধিকার নিয়ে অনেকেই সচেতন অথচ উলটোটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার লোক খুবই কম। এভাবেই আল্লাহ তাআলার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তাঁর সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছে মরে যায়। এ হলো প্রতিপালক ও নিজের ব্যাপারে অজ্ঞতার একশেষ।"[২]

❁ ইমাম গাযালি ﷺ-এর মতে, "হিসেব গৃহীত হওয়ার আগেই যে নিজের হিসেব নেয়, কিয়ামাতের দিন তার আসল হিসেব সহজ হবে। প্রশ্নের উত্তর সে সহজে দিতে পারবে, ফলে তার পরিণতি হবে ভালো। আর যে এমনটা করবে না, সে আফসোসে মরবে আর কিয়ামাতের প্রতিটি স্তরে আটকে যাবে। জীবদ্দশার এই ভুল তাকে নিয়ে যাবে অপমান ও তিরস্কারের দিকে।"[৩]

হে আল্লাহ তাআলার বান্দা, নিজের মাঝে এই গুণগুলোর পরিমাণ মেপে দেখুন। নিজের হিসেব গ্রহণকারী হলে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আর বিপরীত দলভুক্ত হলে এখনই মিনতি সহকারে তাওবা করে নিন, যেভাবে অনুতপ্ত দাস তার মনিবের কাছে ফিরে আসে।

---

[১] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল; কিতাবুয যুহদ, ৪৫১।

[২] ইগাছাতুল লাহফান, ১/৮৮।

[৩] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।

Scanned with CamScanner

❁ ইমাম গাযালি ﵀ বলেছেন, "আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব হলো নিজের হিসেব গ্রহণের এই বিষয়টিকে অবহেলা না করা। জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস একেকটি দামি রত্ন। একেকটির বিনিময়ে চিরস্থায়ী শান্তি ক্রয় করা সম্ভব। এই শ্বাসগুলোকে অসার বা মন্দ কাজে ব্যয় করা কোনো বিবেকবান লোকের কাজ হতে পারে না। একটিমাত্র জীবন, এটিই পুঁজি। জীবন শেষ তো পুরো মূলধন শেষ। আরও একটি দিন ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারা মানে আগের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার অপূর্ব সুযোগ। আল্লাহ যদি ঘুমের মধ্যে তার প্রাণ নিয়ে নিতেন, তা হলে শত অনুরোধ করেও সে আর একটি সুযোগ পেত না। তাই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারাকে নতুন জীবন পাওয়ার মতো মূল্য দিতে হবে। এই অমূল্য রত্নগুলো হেলায় হারানো যাবে না।

দিনে চব্বিশটি ঘণ্টা, তাই আজই শুরু হোক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। ইল্লিয়্যিন (সৎকর্মশীলদের আত্মা যেখানে থাকে) এর ওপর অধিকার হারিয়ে যেন আফসোসে পুড়তে না হয়।" [১]

## দ্বিতীয় ধাপ :

### *নফসকে শাস্তিপ্রদান*

বান্দা যতই আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করুক, ভুলভ্রান্তি হবেই। সালাফদের কারও ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের শাস্তি দিতেন। শুনতে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ আনুগত্য যতটা কঠিন, সে অনুপাতেই কঠিন শাস্তি নিজেদের দিতেন তাঁরা।

একবার আসরের সালাতের জামাত ছুটে যাওয়ায় উমর ﵁ দুই লাখ দিরহাম সমমূল্যের এক খণ্ড জমি সদাকা করে দেন।

❁ ইবনু উমর ﵁ এক ওয়াক্ত জামাত ধরতে না পারলে সারা রাত জেগে জেগে

[১] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪,৯৫।

Scanned with CamScanner

নফল ইবাদাত করতেন এবং দুজন দাস মুক্ত করে দিতেন।[১]

⊙ তামিম দারি ﵁ এক রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এরপর পুরো একটা বছর তিনি রাত্রিজাগরণ করেছেন।[২]

একবার নিজের বাগানে সালাতরত অবস্থায় তালহা ﵁-এর মনোযোগ একটি পাখির দিকে চলে যায়। তিনি এই ভুলের কাফফারা হিসেবে বাগানটি সদাকা করে দেন।[৩]

⊙ হাসসান ইবনু আবী সিনান ﵁ একটি দালানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজনকে এর নির্মাণকালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, তিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে ফেলেছেন। এরপর পুরো এক বছর নফল সিয়াম পালন করে তিনি এর প্রায়শ্চিত্ত করেন।[৪]

⊙ আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স ﵁ বলেন, "আমরা তখন এক প্রবল যুদ্ধের ময়দানে। চারিদিকে শত্রু আর চিৎকার। আবহাওয়া উত্তপ্ত। উমামা গোত্রের এক লোক নিজেকে বলছিল, 'আমি তো অমুক-তমুক যুদ্ধও দেখেছি। হে নফস! তুমি আমাকে পরিবার-পরিজনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেগুলো থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছ। আল্লাহ তাআলার কসম! আজ তোমায় কঠোর শাস্তি দিয়ে ছাড়ব আর নয়তো তোমাকে একদম ছেড়েই চলে যাব।'

যুদ্ধের ময়দানে লোকটিকে দেখলাম নিজ সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুসারিকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। শত্রুরা পালটা আক্রমণ করলে আবার আমরা ছত্রভঙ্গ হলাম। কিন্তু এই একটি লোক আপন স্থানে অটল থেকে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। পরে তার এবং তার বাহনের লাশে প্রায় ষাটটি আঘাতের চিহ্ন পেয়েছি।"[৫]

⊙ ইমাম গাযালি ﵀ বলেন, "দৃঢ়চেতা মানুষেরা এভাবেই নফসকে শাস্তি দিতেন। মানুষ অবাধ্যতার ভয়ে পরিবারের সদস্যদের শাস্তি দেয়। অথচ নিজের নফসকে ঠিকই ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। পরিবারকে যদি আপনি ছেড়ে দেন,

---

[১] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪০৮।
[২] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ৫৫।
[৩] মুআত্তা ইমাম মালিক, ৬৯ (ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরুত)।
[৪] বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ৪৭৩১।
[৫] ইবনু আবিদ দুনিয়া; মুহাসাবাতুন নাফস, ২১।

Scanned with CamScanner

তবে সে আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। কিন্তু নফসকে যদি ছেড়ে দেন, তবে এটা (পরিবারের চেয়েও) ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হবে, এবং আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। আর এটির অনিষ্টের পরিমাণ পারিবারিক অনিষ্টের চেয়ে ঢের বেশি। পরিবার আপনার দুনিয়ার জীবনের ক্ষতি করতে পারে, যা বড়জোর দিন খানিক ভোগাবে। কিন্তু নফস তো আখিরাতের চিরস্থায়ী আবাসকে বরবাদ করে ছাড়বে। তাই এটিই শাস্তির বেশি যোগ্য।[১]

## তৃতীয় ধাপ :

### *নফসকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করা*

আখিরাতের পরম শান্তির প্রকৃত মূল্য বুঝলেই কেবল বান্দা এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। জনৈক সালাফ বলেন, "কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য উপলব্ধি করলে তা অর্জনের পেছনে ব্যয় করা সহজ হয়।" এজন্যই তাঁদের কাজকর্ম হতো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী। নেক আমল করার সৌভাগ্য হলে তাঁরা এ জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা কবুল হওয়ার দুআ করতেন। আর ভুলত্রুটি হয়ে গেলে অনুতপ্ত মনে করে নিতেন যথাযথ তাওবা।

❁ একবার একদল লোক উমর ইবনু আব্দুল আযীয ﵀-এর কাছে আসে। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আগন্তুকদের মাঝে একজন ছিল একেবারে জীর্ণশীর্ণ। উমর তাকে এ অবস্থার জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "বিশ্বাসীদের নেতা, আমি দুনিয়ার স্বাদ নিয়ে দেখেছি সেটা তেতো। এর চাকচিক্য আমাকে টানে না, সোনাকেও মনে হয় পাথর। এমনভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করি, যেন আল্লাহ তাআলার আরশ চোখের সামনে দেখছি, দেখছি জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া মানুষদের। তাই দিনে সিয়াম পালন করি আর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও শাস্তির তুলনায় আমার এতটুকু কষ্টভোগ নিতান্তই তুচ্ছ।"[২]

❁ আবু নুআইম ﵀ বর্ণনা করেন যে, দাউদ তাঈ ﵀ রুটি না খেয়ে রুটির ছাতু

[১] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪০৭। গ্রন্থকার ভাবার্থ তুলে ধরেছেন।

[২] আবু বকর দিনওয়ারী; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ২/২৫৫ [৩৮৯]।

Scanned with CamScanner

গুলিয়ে পান করতেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন, "রুটি চিবানোর বদলে ছাতু (গুলিয়ে) পান করলে যে সময়টুকু বেঁচে যায়, তাতে আমি কুরআনের আরও পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারি।"[১]

আল্লাহ তাআলার বান্দা, বোঝার চেষ্টা করুন। কীভাবে তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন, আর আমরা তা (হেলায়-ফেলায়) নষ্ট করছি। তবে আল্লাহ যাদের ওপর দয়া করেছেন, তাদের কথা আলাদা।

❁ মাসরুক ﵀-এর স্ত্রী বলেন, দীর্ঘ সালাতের কারণে মাসরুকের পা সব সময় ফুলে থাকত। (তিনি যখন সালাত আদায় করতেন, তখন) আমি পেছনে বসে বসে মায়ার টানে কান্না করতাম।[২]

❁ আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ ﵀ বলেন যে, "চল্লিশ বছর হয়ে গেলেই তাঁরা বিছানা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতেন (অর্থাৎ ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন)।"[৩]

❁ আবুদ দারদা ﵁ এর ভাষ্য, "তিনটি জিনিস না থাকলে এই দুনিয়াতে আর একটা মুহূর্তও থাকতে চাইতাম না—আল্লাহ তাআলার জন্য কাটানো তৃষ্ণার্ত বিকেল (সিয়াম), আল্লাহ তাআলার সামনে রাতভর সিজদা, আর ওই সব লোকেদের সঙ্গ; যারা তরতাজা ফল বেছে নেওয়ার মতো করে যারা কল্যাণকর কথা বেছে নেয়, ওই সব।" [৪]

❁ আলি ইবনু আবি তালিব ﵁ বলেন, "দ্বীনদার লোকের লক্ষণ হলো (গুনাহ থেকে) সতর্কতাবশত মলিন চেহারা, অধিক কান্নার কারণে দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, সিয়ামের কারণে শুকনো ঠোঁট, আর ইবাদাতের কারণে ধূলিমলিন অবস্থা।"[৫]

❁ হাসান বসরি ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "তাদের ব্যাপারে কী বলবেন, যারা এ কথার বিরোধিতা করে দ্বীনদার লোকদেরকে সুদর্শন বলে?"রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের চেহারা অন্যদের তুলনায় উজ্জল (সুদর্শন) হওয়ার রহস্য কী?

---

[১] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/৩৫০।

[২] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক; কিতাবুয যুহদ, ৯৫।

[৩] আবু বকর দিনওয়ারী; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ১/৪৪৪ [১৩১]।

[৪] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক; কিতাবুয যুহদ, ২৭৭।

[৫] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪/৪১২। ইমাম গাযালি ﵀ যে শব্দে বর্ণনা করেছেন তার সনদ পাওয়া যায় না। কিছুটা ভিন্নভাবে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু বকর দিনওয়ারী; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৪/৭৮ [১২৪৯]। সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

Scanned with CamScanner

❁ আলি ﵁ জবাব দিলেন, "এটা হলো দয়াময়ের সাথে একাকী সময় কাটানোর (পুরস্কার)।" এর কারণ হল, তারা নির্জনে দয়াময় আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য গ্রহণ করে থাকে। যদ্দরুন তিনি আপন নুর দ্বারা তাদের জড়িয়ে নেন (নুরানি করে দেন)।[১](অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা লোকজনের সামনে তাদের চেহারাকে নূরানি করে দেন)

কাজেই, হে আল্লাহ তাআলার বান্দা! আল্লাহ তাআলার দয়া ও জান্নাত পাওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করুন। নতুবা উভয় জীবনে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের এহেন ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

❁ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন, "পার্থিব নিআমাতের পেছনে ছুটে অনেকেই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রশংসার ফিতনা আর দোষগোপনের ফাঁদে পড়ে শেষ হয়ে গেছে কত মানুষ!।"[২]

❁ ইয়াহইয়া ইবনু মুআয ﵀ বলেন, "পৃথিবী তাকে ছেড়ে যাবার আগেই যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তাকে অভিনন্দন। কবরে ঢোকার আগে যারা কবর সাজায় আর প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আগেই যারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাদেরকেও অভিনন্দন।"[৩]

❁ আলি ﵁ বলেন, "যে জান্নাত আশা করে, সে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করবে। জাহান্নামের প্রতি ভীত ব্যক্তি বিরত থাকবে লোভ-লালসা থেকে। মৃত্যুর বাস্তবতা যার বুঝে এসেছে, সে আর আনন্দ খুঁজে বেড়বে না। আর দুনিয়ার হাকীকত যে বুঝতে পেরেছে, সে কষ্টের ভেতরেও আনন্দ খুঁজে নেবে। [৪]

❁ হামিদ লাফিফ ﵀ বলেন, "আমরা সম্পদের মাঝে প্রাচুর্য খুঁজেছিলাম। কিন্তু তা খুঁজে পেলাম অল্পে তুষ্টির মাঝে। প্রশান্তি খুঁজেছিলাম অধিক অর্জনে, কিন্তু তা পেলাম স্বল্প আয়ে।"[৫]

❁ আব্দুল্লাহ আনতাকি ﵀ বলেন, ""হৃদয়ের ঔষধ পাঁচটি : নেককারদের সঙ্গ,

---

[১] আবু বকর দিনওয়ারী; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ১/৪৪৫ [১৩৩]।
[২] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৫১৪।
[৩] বায়হাকী, যুহদুল কাবির, ৪৮৮।
[৪] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২২৪। বায়হাকী; শুআবুল ঈমান, ১০১৩৯। হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/১০।
[৫] বায়হাকী; যুহদুল কাবীর, ৮০।

Scanned with CamScanner

কুরআন তিলাওয়াত, গুনাহ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি, তাহাজ্জুদের সালাত এবং ভোরবেলা কান্নাকাটি সহকারে দুআ।" নেককারদের।"[১]

## চতুর্থ ধাপ :

### *নেককারদের উক্তি শোনা*

উপরিউক্ত ধাপগুলোর পর শ্রেষ্ঠতম কাজ হলো নেককারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গলাভ এবং কথায়-কাজে তাঁদের অনুকরণ। এটি তাকওয়ার দিকে ধাবিত করে। এখানে আমরা নেককারদের অল্প কিছু বাণী তুলে ধরছি,

❁ আবু বকর সিদ্দিক ﵁ বলেন, "পরকালের পাথেয় ছাড়া কবরে যাওয়া মানে জাহাজ ছাড়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া।"[২]

❁ উসমান ﵁ বলেন, "দুনিয়ার ভাবনা অন্তরের আঁধার আর আখিরাতের ভাবনা অন্তরের আলো।"[৩]

❁ আলি ﵁ বলেন, "যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায়। আর যে পাপ অন্বেষণ করে, তাকে ধাওয়া করে জাহান্নাম।"[৪]

❁ শাকিক বালখি ﵀ বলেছেন, "পাঁচটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকুন—

নিজের মুখাপেক্ষিতার অনুপাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত,

পার্থিব জীবনের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে পার্থিব সম্পদ,

জাহান্নামের শাস্তিভোগের সহ্যক্ষমতা অনুপাতে পাপ,

কবরের জীবনের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে আখিরাতের পাথেয়,

---

[১] আবু নুআইম; হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০/৩২৭।

[২] আল- মুনাব্বিহাত; ৮।

[৩] আল- মুনাব্বিহাত; ৯। জা'ফর ইবনু সুলাইমান হতে এই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনু আবিদ দুনিয়া; যাম্মুদ দুনিয়া, ৪৬৭।

[৪] আল- মুনাব্বিহাত; ১০। সুয়ুতী, জামিউল আহাদিস, ২৩৫৫৪।

Scanned with CamScanner

আর জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে নেক আমল।"[১]

❂ হাসান বসরি ﵀ বলেছেন, "ছয় ভাবে অন্তর কলুষিত হয় :

❖ একসময় তাওবা করে নেব, এই আশায় গুনাহ করা

❖ জ্ঞান অর্জন করেও তা প্রয়োগ না করা

❖ নিষ্ঠাবিহীন আমল

❖ আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তাঁর দেওয়া রিযিক ভোগ

❖ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ফয়সালায় (অর্থাৎ তাকদীরের ওপর) সন্তুষ্ট না হওয়া

❖ মৃতকে কবর দিয়েও কোনো শিক্ষা না নেওয়া।"[২]

❂ ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, ""তাকওয়ার লক্ষণ হলো ইবাদাতে আত্মনিয়োগ, আর ইবাদাতের লক্ষণ হলো সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকা। আশার লক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য। সহনশীলতার লক্ষণ মিথ্যে আশা পরিত্যাগ।

❂ ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ তাকওয়া সম্পর্কে বলেন, "তাকওয়ার মূল হল

❖ আল্লাহ তাআলার দেয়া আদেশ-নিষেধ মাথা পেতে নিয়ে পরিপূর্ণ ঈমান ও আশার সাথে তাঁর আনুগত্য করা।

❖ তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে আমল করা।

---

[১] আল- মুনাব্বিহাত; ৬৪।

[২] আল- মুনাব্বিহাত; ৭৩। বর্ণনাটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

❖ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করা।

❖ তাঁর সতর্কতা ও শাস্তির ভয়ে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকা।"[১]

তাছাড়া তিনি তাকওয়ার তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

❖ যাবতীয় পাপাচার ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

❖ সমস্ত মাকরুহ ও অপছন্দনীয় বিষয় হতে বিরত থাক।

❖ এবং অহেতুক ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।[২]

এই হলো তাকওয়ার পথে চারটি ধাপ। নিজেকে যাচাই করে দেখুন কতটা পথ বাকি। শুধু আল্লাহই পারেন আমাদের নিয়ত ও কাজে সমন্বয় ঘটাতে।"

[১] যাদুল মুহাজিরি ইলা রব্বিহি (রিসালাতুত তাবুকিয়্যাহ), ১/৮।

[২] আল-ফাওয়াইদ, ৩১,৩২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)।

Scanned with CamScanner

৬

# তাকওয়ার উপকারিতা

১ তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"যে ব্যক্তিই তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহরআল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।"[১]

২ তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

"আর আমার অনুগ্রহ সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং আমি তা মুত্তাকিদের জন্য লিখে দেব।"[২]

---

[১] সূরা আল ইমরান ৩ : ৭৬

[২] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৫৬

Scanned with CamScanner

৩ আল্লাহ সর্বদা মুত্তাকি বান্দাদের সঙ্গে থাকেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।"[১]

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে।"[২]

৪ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহরআল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পায়,

فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

"অতএব, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই।"[৩]

৫ বান্দা সহায়-সম্বলহীন হোক কিংবা হতদরিদ্র, (তাতে কিছুই আসে যায় না)। কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়,

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেওয়া

---

[১] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৯৪

[২] সূরা আন-নাহল ১৬ : ১২৮

[৩] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৩৫

Scanned with CamScanner

হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাকওয়াবানরাই তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে।"[১]

■ তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্ত সুখ উপভোগ করবে,

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে জান্নাত, তার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গী। এবং তারা লাভ করবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর প্রখর নজর রাখেন।"[২]

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।"[৩]

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

"এ তো সেই জান্নাত, যা আমি আমার মুত্তাকি বান্দাদের দান করব।"[৪]

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে)

---

[১] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২১২
[২] সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৫
[৩] সূরা আ ল ইমরান ৩ : ১৩৩
[৪] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৬৩

Scanned with CamScanner

তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"[১]

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

"(হে নবি,) বলুন, পার্থিব সুখশান্তি তো সামান্যই। অথচ মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতের আবাসস্থল উত্তম।"[২]

**৭** তাকওয়ার কারণে বান্দা উভয় জাহানে মহাপুরস্কার ও সুসংবাদ লাভ করে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সুসংবাদ রয়েছে।"[৩]

وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

"যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।"[৪]

**৮** তাকওয়া থাকলে বান্দার আমল সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

"(হাবিল ইবনু আদম আ. বললেন,) আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন।"[৫]

---

[১] সূরা যুমার ৩৯ : ৭৩

[২] সূরা আন-নিসা ৪ : ৭৭

[৩] সূরা ইউনুস ১০ : ৬৩-৬৪

[৪] সূরা আল ইমরান ৩ : ১৭৯

[৫] সূরা আল-মাইদা ৫ : ২৭

Scanned with CamScanner

■ তাকওয়া থাকলে বান্দা নিজের আমল সংশোধন ও প্রতিপালকের ক্ষমা অর্জন করতে পারে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[১]

■ শত্রুর মোকাবিলায় বান্দা (আল্লাহ তাআলার) সাহায্য পায় তাকওয়ার মাধ্যমে,

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ

"যদি তোমরা দৃঢ় থাকো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তা হলে তাদের কূটচাল কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

"অবশ্য যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তা হলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতাফিরিশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।"[৩]

তাই তো সেনাপতি সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ-কে খলিফা উমর ﷺ বলেছিলেন, "আপনাকে ও আপনার সেনাবাহিনীকে সর্বদা তাকওয়া অবলম্বনের

[১] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৭০-৭১
[২] সূরা আল ইমরান ৩ : ১২০
[৩] সূরা আল ইমরান ৩ : ১২৫

Scanned with CamScanner

উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলার ভয়ই শত্রুদের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধকৌশল"[১]

১১ তাকওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ গুনাহও মাফ হয়ে যায়,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"আহলুল কিতাব (ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান জাতি) যদি বিশ্বাস করত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতাম।"[২]

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন ও তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেবেন।"[৩]

১২ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার কাজকর্ম সহজ হয়ে যায় ও রিযিক বৃদ্ধি পায়,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম।"[৪]

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে বেরোবার)

[১] ইবনু আব্দি রব্বিহি উন্দুলুসী; আল-ইকদুল ফারীদ, ১/১১৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)। তবে বর্ণনাটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

[২] সূরা আল-মাইদা ৫ : ৬৫

[৩] সূরা আত-তালাক ৬৫ : ৫

[৪] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৯৬

Scanned with CamScanner

কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেন এবং তাকে রিযিক দেবেন তার ধারণাতীত উৎস থেকে।"[১]

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজকর্ম সহজ করে দেবেন।"[২]

**১৩** তাকওয়ার মাধ্যমে শয়তানের স্পর্শ ও আঘাত থেকে বান্দা সুরক্ষিত থাকে,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, শয়তানের স্পর্শে তাদের মনে কুমন্ত্রণা জাগলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের চক্ষু খুলে যায়।"[৩]

আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তাকওয়াবানরা নিষ্পাপ। তিনি বলেছেন, শয়তান যখন তাদের দিকে ধেয়ে আসে, তখন তাকওয়া তাদের মধ্যে আল্লাহরআল্লাহ তাআলার বড়ত্ব জাগিয়ে তোলে, আর তারা ফিরে আসে।

**১৪** তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা সত্য-মিথ্যা ও আলো-আঁধারের পার্থক্য বুঝতে পারে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দেবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই

[১] সূরা আত-তালাক ৬৫ : ২-৩
[২] সূরা আত-তালাক ৬৫ : ৪
[৩] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ২০১

Scanned with CamScanner

অনুগ্রহশীল।"[১]

১৫ তাকওয়া থাকলে বান্দা আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করে,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧

"যারা দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাদের জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব।"[২]

১৬ তাকওয়ার দ্বারা উভয় জাহানে বান্দা কামিয়াব হবে,

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٠٠

"অতএব, হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৩]

১৭ তাকওয়া থাকলে বান্দা আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব লাভ করে,

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝١٩ ـ

"সীমালঙ্ঘনকারীরা পরস্পরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু।"[৪]

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٢ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝٦٣

---

[১] সূরা আল-আনফাল ৮ : ২৯

[২] সূরা আল-লাইল ৯২ : ৫-৭

[৩] সূরা আল-মাইদা ৫ : ১০০

[৪] সূরা আল-জাসিয়াহ ৪৫ : ১৯

Scanned with CamScanner

"সাবধান! আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। তারাই বিশ্বাসী ও মুত্তাকি।"[১]

১৮ জাহান্নামের শাস্তি থেকে বান্দার বাঁচার মাধ্যম হলো তাকওয়া,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"তোমাদের প্রত্যেকেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের এ থেকে মুক্তি দেব আর জালিমদেরকে তার মধ্যে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।"[২]

১৯ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার পরিসমাপ্তি সুন্দর হবে,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

"আখিরাতের সেই নিবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা জমিনে অহংকার ও অপরাধ করে না। সর্বোত্তম পরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই।"[৩]

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

" (হে নবি,) আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই আপনাকে দিই। আর সর্বোত্তম

[১] সূরা ইউনুস ১০ : ৬২-৬৩
[২] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৭১-৭২
[৩] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৮৩

Scanned with CamScanner

পরিণতি তো তাকওয়াবানদের জন্যই।"[১]

২০ তাকওয়ার মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন বান্দা নিরাপত্তার মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকিগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে।"[২]

২১ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম মর্যাদা লাভ করে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি উত্তম, যে তাকওয়া অবলম্বন করে।"[৩]

এই হলো তাকওয়ার উপকারিতার মধ্য থেকে অল্প কয়েকটি। আল্লাহ আমাদের অন্তর প্রশস্ত করে দিন ও তাতে তাকওয়া দান করে তা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

তাকওয়ার ব্যাপারে আলি ﵁-এর উক্তি

আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বলেন, "তাকওয়া অবলম্বন করুন। কারণ, এটি বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার। তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে হয়। তাকওয়া আজ একটি ঢাল হিসেবে কাজ করছে, আগামীকাল এটি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[৪]

---

[১] সূরা ত্বহা ২০ : ১৩২

[২] সূরা আদ-দুখান ৪৪ : ৫১

[৩] সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১৩

[৪] নাহজুল বালাগাহ, ৩৭৯।

Scanned with CamScanner

তিনি আরও বলেন, "হে আল্লাহ তাআলার বান্দারা! তাকওয়া আল্লাহ তাআলার বন্ধুদেরকে তাঁর নিষেধকৃত বস্তু থেকে দূরে রাখে। আর অন্তরে তাঁর ভয় সৃষ্টি করে। এর ফলে বান্দা রাতে জাগ্রত ও দিনে তৃষ্ণার্ত থাকে (সালাত ও সিয়ামের মাধ্যমে)। ক্লান্তি থেকে প্রশান্তি আর তৃষ্ণা থেকে তৃপ্তি লাভ হয়। মুত্তাকিগণ সময়ের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে সচেতন বলে কাজে ত্বরা করে। অলীক কল্পনা পরিত্যাগ করে মৃত্যুর ব্যাপারে সচেতন থাকে।" [১]

[১] নাহজুল বালাগাহ, ২২৪,২৫।

Scanned with CamScanner

প্রিয় পাঠক,

আমরা বইটির শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখানে উল্লেখিত যা কিছু সত্য, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুল, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তাঁর প্রতিই আমি আস্থা রাখি, আশ্রয়ও চাই তাঁরই কাছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যাঁর দয়ায় সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।

Scanned with CamScanner

তাকওয়া হচ্ছে মুমিনের সম্বল, আখিরাতের সফরের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। যার মাঝে তাকওয়া নেই, সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। কারণ, তাকওয়ার বদৌলতেই মানুষ ফুরকান (ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী গুণ) লাভ করে। তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর ভালো কাজে উৎসাহী করে।

তাকওয়া মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য, পাথেয় লাভের পথ। তাকওয়া মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, জাহান্নামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আমাদের এই বইটি তাকওয়ার মাহাত্ম্য নিয়েই। তাকওয়া নিয়ে তিন জন পূর্বসূরী ইমামের আলোচনা সংকলন করা হয়েছে এই বইতে। তাকওয়ার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ও সালাফদের তাগিদ আলোচিত হয়েছে এতে। আমাদের প্রাণহীন অন্তরে তাকওয়ার বীজ রোপণে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

Scanned with CamScanner